বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রংপুর ক্যাডেট কোচিং

এক নজরে RCC

প্রধান কার্যালয়

সার্কিট হাউসের সামনে, রংপুর

হেল্পলাইন: 09613 662 000 01758 48 48 48

/rcctube.info /rcctube nrccr2018@gmail.com www.online.rcctube.com /rcctubebd /rcctubebd

পরিচালকের বাণী

আগমনী নতুন বছর ও কুয়াশা ঢাকা শীতের শুভেচ্ছা।

আলহামদুলিল্লাহ্! মহান আল্লাহর অপার রহমতে আমরা আবারও একটি নতুন বছরের দোরগোড়ায়। প্রতিটি নতুন সূর্যোদয় আমাদের সামনে নিয়ে আসে এক নতুন সুযোগ—নিজেকে গড়ার, পরিবারকে গর্বিত করার, আর প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার।

আমরা যারা **রংপুর ক্যাডেট কোচিং**-এ আছি, আমাদের লক্ষ্য কেবল পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নয়—আমরা চাই, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা হোক সৎ, আত্মবিশ্বাসী, আল্লাহভীরু ও আলোকিত মানুষ। তারা যেন গড়ে ওঠে সময়নিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে।

আমরা বিশ্বাস করি, **ইলম** বা জ্ঞান হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অপার নেয়ামত। তাই আমরা শুধু মুখস্থ শেখানোর পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ নই—আমরা শেখাই কীভাবে চিন্তা করতে হয়, দায়িত্ব নিতে হয়, শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বজায় রেখে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হয়। আজকের একজন ক্যাডেট আগামী দিনের সেনা অফিসার, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী কিংবা প্রশাসক হতে পারে। তবে তার আগে, সে হবে একজন প্রকৃত মানুষ—এটাই **রংপুর ক্যাডেট কোচিং**-এর সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষক, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ, প্রতিটি বই ও বোর্ড—সবকিছু একটি বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ:

"আমরা তোমার স্বপ্নপূরণের পথচলায় তোমার পাশে আছি"

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনে রেখো—আল্লাহ্ পরিশ্রম কখনো বৃথা যেতে দেন না। **তোমার আজকের ধৈর্য, পরিশ্রম আর সততার পথে ছোট ছোট পদক্ষেপ—একদিন তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের শিখরে।**

আর তখন তুমি নিশ্চিন্তে বলবে:

"আলহামদুলিল্লাহ্—আমি পেরেছি"

চলো, আমরা সবাই মিলে জ্ঞান, সততা, দায়িত্ববোধ ও পরিশ্রমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাই আল্লাহর দেওয়া স্বপ্নের দিকে। **রংপুর ক্যাডেট কোচিং** হোক তোমার সফলতার প্রথম ধাপ।

শুভকামনায়,

মোঃ নাহিদ হাসান
পরিচালক
রংপুর ক্যাডেট কোচিং, রংপুর

ক্যাডেট কলেজের প্রাথমিক ধারণা

ক্যাডেট কলেজ হলো এমন এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, আত্মনির্ভরতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ একসঙ্গে গড়ে তোলা হয়। এই ধারার সূচনা হয় ফ্রান্সে নেপোলিয়নের সময়ে, যখন তিনি ১৮০২ সালে École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (একল স্পেসিয়াল মিলিতেয়ার দ্য সাঁ সির) প্রতিষ্ঠা করেন—যা আধুনিক ক্যাডেট কলেজ ব্যবস্থার প্রথম রূপ। পরবর্তীতে এই মডেল অনুসরণ করে গড়ে ওঠে ইংল্যান্ডের Royal Military Academy Sandhurst (রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমি স্যান্ডহার্স্ট) এবং জার্মানির Prussian Cadet Corps (প্রুশিয়ান ক্যাডেট কোর)। এই ধারার বিস্তার ঘটে দক্ষিণ এশিয়ায়। পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে Hasan Abdal Cadet College প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপমহাদেশে ক্যাডেট কলেজের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে এর সূচনা ঘটে ১৯৫৮ সালে East Pakistan Cadet College, যা পরে Faujdarhat Cadet College নামে পরিচিতি লাভ করে। ক্যাডেট কলেজ কোনো সাধারণ স্কুল নয়—এটি এমন এক পরিবেশ যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য নয়, বরং জীবনে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়। এখানে একজন শিক্ষার্থী শেখে কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কীভাবে সময়ের মূল্য দিতে হয়, এবং কীভাবে সততা ও সাহসিকতার সঙ্গে জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। বিশ্বে শুধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেই সরকারিভাবে **'ক্যাডেট কলেজ'** নামের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। অন্যান্য দেশে একে বলা হয় "Military Academy" বা "Military High School"

একজন ক্যাডেটকে দেখা হয় ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে, যিনি একদিন দেশের জন্য দায়িত্ব নেবেন—হোক সে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা বা অন্য যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পেশায়।

আপনার সন্তানকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্যাডেট কলেজেই কেন পড়াবেন?

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক যুগে শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করাই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন একটি সুগঠিত মানসিকতা, দৃঢ় নেতৃত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবোধ। আর এই সবকিছু গড়ে তোলার একটি পরীক্ষিত ও সুনিশ্চিত পথ হলো ক্যাডেট কলেজ। ক্যাডেট কলেজ শুধুই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়—এটি একটি সম্পূর্ণ জীবন প্রস্তুতির পাঠশালা। এখানে একজন শিক্ষার্থী বইয়ের পাঠের পাশাপাশি শিখে যায় শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা। আমাদের দেশে আজ অসংখ্য কোচিং সেন্টার, আবাসিক স্কুল বা অনলাইন শিক্ষাপ্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা ও পরিবেশ আলাদা এক মাত্রা যোগ করে—এখানে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি গড়ে ওঠে নেতৃত্ব, শারীরিক সক্ষমতা ও নৈতিক চরিত্র। সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যাডেট কলেজগুলোতে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ জীবনধারা, নিরাপদ আবাসন, সুশৃঙ্খল রুটিন এবং মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিদিনের অভ্যাস। এসবই একজন শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত করে একজন আদর্শ মানুষ ও ভবিষ্যতের যোগ্য নেতা হিসেবে। যেসব অভিভাবক সন্তানকে শুধু একজন মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে নয়,একজন সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান—তাদের জন্য ক্যাডেট কলেজ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত।

ক্যাডেট কলেজে পড়ার খরচ:

ক্যাডেট কলেজে পড়ার সবচেয়ে বড় সুবিধাগুলোর একটি হলো — এখানে বেতনের হার নির্ধারণ করা হয় অভিভাবকের আয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, এটি একেবারেই নির্দিষ্ট বা স্থির কোনো খরচ নয়।

- ধরুন, আপনি যদি স্বল্প আয়ের একজন অভিভাবক হন, তাহলে আপনার সন্তানের মাসিক খরচ মাত্র ৩,০০০ টাকা থেকেও কম হতে পারে।
- আর আপনি যদি মধ্যম আয়ের হন, তবে বেতন সাধারণত ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে রাখা হয়।
- শিল্পপতি বা উচ্চ আয়ের অভিভাবকদের জন্য এই হার হয় সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা, তবে এর বেশি সাধারণত নেওয়া হয় না।

যাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাদের জন্য উপযুক্ত কাগজপত্রের ভিত্তিতে খরচে বিশেষ ছাড়ের সযোগু থাকে।
এছাড়া কিছু শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা ও উপবৃত্তি পেয়ে থাকে, যাতে তাদের প্রতিভা টাকার অভাবে নষ্ট না হয়। যারা সত্যিই মেধাবী, অথচ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তাদের জন্য ক্যাডেট কলেজ পড়ার স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না—তা হয়ে ওঠে বাস্তব। প্রায়ই দেখা যায়, ভর্তি হওয়ার পর অনেক অভিভাবক নিজেই বলেন,

"আমি ভাবিনি এত কম খরচে এমন নিরাপদ ও মানসম্পন্ন শিক্ষায় সন্তানকে পড়াতে পারব"

তাই, যারা ভেবে নিয়েছেন ক্যাডেট কলেজে পড়া মানেই ব্যয়বহুল—তাদের বলি, সত্যিকারের শিক্ষা কখনো টাকার পরিমাপে মাপা যায় না।

"স্বপ্নের পথে যাত্রা শুরু হোক, সামর্থ্যের সীমানা ভেঙে"

ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবিধাসমূহ:

ক্যাডেট কলেজকে যদি কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হয়, তবে সেটি হবে একটি প্রবাহমান বিশাল নদী—যার গতি, শৃঙ্খলা ও গভীরতা অন্যদের চেয়ে আলাদা। একবার আপনি যদি এই নদীতে নামেন, তাহলে আপনি সাঁতার জানেন কি না, সেটা খুব একটা বিষয় নয়—কারণ এই নদীর স্রোত আপনাকে সামনে নিয়ে যাবেই। ঠিক তেমনই, ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়া মানে নিজেকে এমন এক ধারাবাহিক, শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করানো, যেখানে আপনি চাইলেও মাঝপথে থেমে থাকতে পারবেন না। পরিবেশ, নিয়ম, রুটিন, দায়িত্ববোধ—সবকিছু আপনাকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, আপনি এগিয়ে যাবেনই, এই পথ আপনাকে সামনে নিয়ে যাবেই ইনশাআল্লাহ্ । আর আপনার যদি থাকে আত্মবিশ্বাস, চেষ্টা আর মানসিকতা—তাহলে আপনি শুধু এগিয়েই যাবেন না, এগিয়ে থাকবেনও। এটাই ক্যাডেট কলেজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—এখানে পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হিসেবে কেন রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ পড়াবেন?

"রংপুর ক্যাডেট কোচিং" শিক্ষার্থীদের শুধু পড়াতে নয়, তাদের স্বপ্নের সঙ্গে হাঁটতে শেখায়। এই প্রতিষ্ঠান ক্যাডেট কলেজে চান্স পাওয়ার মতো বড় লক্ষ্যকে যতটা বাস্তব করে তোলে, ঠিক ততটাই মানবিক, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশে সেই প্রস্তুতির পথ তৈরি করে দেয়। যদি আপনি এমন একটি জায়গা চান, যেখানে আপনার সন্তান শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতি নয়, বরং শেখে কীভাবে একদিন আদর্শ মানুষ হবে—তাহলে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর বিকল্প নেই। আমরা বিশ্বাস করি, একজন শিক্ষার্থীকে শুধু পড়ালেখায় ভালো করানো যথেষ্ট নয়—তাকে গড়ে তুলতে হয় নেতৃত্বের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে। ঠিক যেভাবে ক্যাডেট কলেজে নিয়ম-শৃঙ্খলা, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর দেশপ্রেমের চর্চা হয়, আমাদের ক্লাসরুম, রুটিন, শিক্ষক আর প্রতিটি মুহূর্তেও সেই সংস্কৃতির ছাপ থাকে। আমাদের শিক্ষকরা কেবল শিক্ষক নন—তারা একেকজন মেন্টর, মোটিভেটর ও গাইড। একজন শিক্ষার্থী ক্লাসে ঢুকেই যেন বুঝতে পারে—"আমি এখানে শুধু প্রশ্নের উত্তর শিখতে নয়, আমি এখানে নিজেকে গড়তে এসেছি।"

☑ আমরা যা নিশ্চিত করি:

- ক্যাডেট কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট রুটিন —আমরা আমরা নিশ্চিত করি।
- যে ধরনের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠ অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়—আমরা সেটাই শেখাই।
- যে আত্মবিশ্বাস আর ভেতর থেকে জ্বলে ওঠা আগুন লাগে সফলতার জন্য—আমরা সেটাই জাগিয়ে তুলি।

অভিভাবক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই চান, আপনার সন্তান এমন একটি পরিবেশে থাকুক— যেখানে সে থাকুক ভালো হাতে, থাকুক দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানে, থাকুক সুশৃঙ্খল এক প্রশিক্ষণ-পর্বে।

রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ রয়েছে:

- ক্যাডেট কলেজ-স্ট্যান্ডার্ড রুটিন।
- **অভিজ্ঞ শিক্ষক ও সাবেক মেধাবী ক্যাডেটের সমন্বয়ে পরিচালিত ক্লাস।**
- প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে আলাদা করে মনোযোগ দিয়ে দেখা।
- আদর্শ বোর্ডিং সুবিধা, কেয়ারিং সুপারভিশন।
- স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, নামাজ, নৈতিকতা, পরিচ্ছন্নতা—সব কিছুতে সামঞ্জস্য।
- ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য পৃথক আবাসিক ও অনাবাসিক সুযোগ।

আমরা জানি, আপনার স্বপ্ন বড়। আপনি চান সন্তান ক্যাডেট হোক—তবে তার গঠন হোক ভেতর থেকে ভদ্র, সৎ ও সাহসী একজন মানুষ হয়ে।

এই লক্ষ্যেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং...

আমরা একটি কথাই বলব, সম্মানিত অভিভাবক—

"স্বপ্ন যার আছে, সে পথ খুঁজে নেয়—আর যার লক্ষ্য স্পষ্ট ও দৃঢ়, তাকে সফলতার ঠিকানা দেখাতে আমরা জানি। ক্যাডেট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যারা আসে, আমরা তাদের শুধু প্রস্তুত করি না, এগিয়ে যেতে শেখাই। আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের সফল শিক্ষার্থীরাই আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ। আর ইনশাআল্লাহ্, যারা আজ আমাদের সঙ্গে পথচলা শুরু করছে, আগামীকাল তারাও হয়ে উঠবে সেই সফলতার গল্পের অংশ।"

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাংশ...

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাংশ...

কোর্স ব্যবস্থা ও মাসিক বেতন

বাংলা ভার্সন

আবাসিক

জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি:	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি ২০২৭ খ্রি:
১২,০০০/-												১২,০০০/-

ভর্তি ফি	= ৮,০০০/-
২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসের অগ্রিম বেতন	= ১২,০০০/-
ফরম ফি	= ৫০০/-
সর্বমোট	= ২০,৫০০/-

অনাবাসিক

জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি:	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি ২০২৭ খ্রি:
২,০০০/-												২,০০০/-

ভর্তি ফি	= ৮,০০০/-
২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসের অগ্রিম বেতন	= ২,০০০/-
ফরম ফি	= ৫০০/-
সর্বমোট	= ১০,৫০০/-

ডে-কেয়ার (আবাসন ও খাবার ব্যতিত)

জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি:	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি ২০২৭ খ্রি:
৯,০০০/-												৯,০০০/-

ভর্তি ফি	= ৮,০০০/-
২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসের অগ্রিম বেতন	= ৯,০০০/-
ফরম ফি	= ৫০০/-
সর্বমোট	= ১৭,৫০০/-

বি.দ্র. বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের ১-৭ তারিখের মধ্যে চলমান মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

আমাদের রয়েছে SSLCommerz-এর নিরাপদ পেমেন্ট গেটওয়ে। সাথে বিকাশ, নগদ এবং রকেটের মাধ্যমে সহজেই পেমেন্ট করার সুবিধা পেতে QR কোড স্ক্যান করুন।

https://www.online.rcctube.com/payment-2/

SSLCommerz

এছাড়াও আমাদের নগদ এবং বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুবিধা রয়েছে। এজন্য আমাদের এজেন্ট নাম্বারে ক্যাশ আউট করতে হবে।

নগদ 01888112525 (এজেন্ট নাম্বার)

ক্যাশ আউট করতে স্ক্যান করুন

English version

RESIDENTIAL

January 2026	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January 2027
14,000/-												14,000/-

Admission Fee	= 8,000/-
Advance Salary for January 2027	= 14,000/-
Form Fee	= 500/-
Total	= 22,500/-

NON-RESIDENTIAL

January 2026	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January 2027
2,500/-												2,500/-

Admission Fee	= 8,000/-
Advance Salary for January 2027	= 2,500/-
Form Fee	= 500/-
Total	= 11,000/-

DAY-CARE (EXCLUDING ACCOMMODATION AND FOOD)

January 2026	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January 2027
11,000/-												11,000/-

Admission Fee	= 8,000/-
Advance Salary for January 2027	= 11,000/-
Form Fee	= 500/-
Total	= 19,500/-

Note: Monthly fees must be paid in advance for the current month between the 1st and 7th of each month.

আবাসিকের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র

১। বালিশ ১টি + সিঙ্গেল বেডশীট (৬/৪.৫ ফুট) + সিঙ্গেল তোশক (৬/২.৫ ফুট)

২। ট্রলিব্যাগ ১ টি ছোট সাইজের

৩। ছোট বালতি ১ টি + মগ ১ টি

৪। গামলা ১ টি, মগ ১ টি, পানির পট ১ টি

৫। একটি ছোট প্রাস্টিক ওয়ারড্রব লক সহ

৭ অবশ্যই অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ছেলে

মেয়ে

৭। নির্ধারিত ড্রেস

এ ছাড়াও নির্দিষ্ট পরিমাণ খাতা, কলম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র R.C.C. Cafeteria থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

একাডেমিক অংশ

আধুনিক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস

বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং সময়ের বাস্তব চাহিদা। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ প্রতিটি ক্লাসরুমই সজ্জিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (AC) সুবিধায়, যাতে শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত গরম কিংবা ঠান্ডা—দুই অবস্থায়ই মনোযোগ ধরে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি, প্রতিটি ক্লাসে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে শিক্ষকরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি ও মনোযোগ দিতে পারেন।

এই আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ, মনঃসংযোগ এবং একাডেমিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষায় স্মার্ট বোর্ড: সময়ের দাবি, ভবিষ্যতের প্রস্তুতি

শিক্ষায় প্রযুক্তির ধাপে ধাপে অগ্রগতি ঘটেছে—চক-ডাস্টার, হোয়াইট বোর্ড, প্রজেক্টর পেরিয়ে এখন আমরা পৌঁছেছি স্মার্ট বোর্ডের যুগে।
রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে স্থায়ী স্মার্ট বোর্ড রয়েছে, যা শেখাকে করে আরও বাস্তব, ইন্টারঅ্যাকটিভ ও আনন্দদায়ক। ভিডিও, অ্যানিমেশন ও গ্রাফিক্সের মাধ্যমে জটিল বিষয় সহজে বোঝানো সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীরা শুধু মুখস্থ নয়, দেখে-বুঝে-অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখে। বর্তমান যুগে স্মার্ট বোর্ড আর বিলাসিতা নয়—এটি মানসম্মত শিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ।

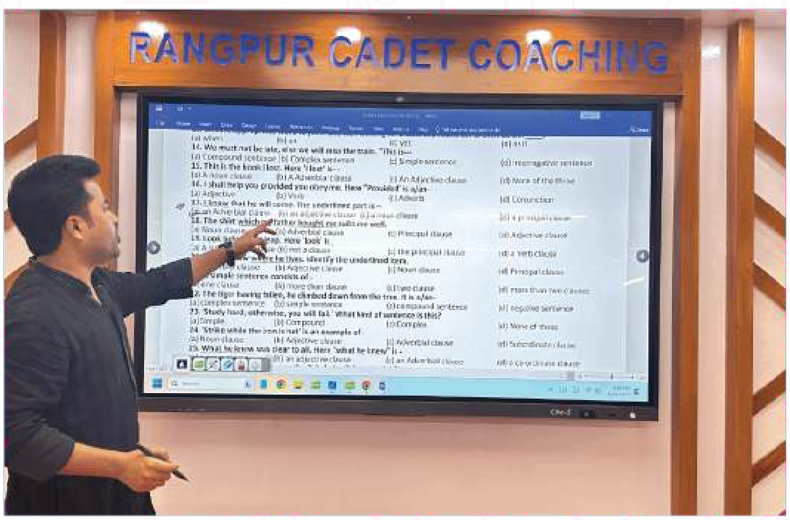

শিক্ষকবৃন্দ:

ভালো ফলাফলের পেছনে থাকে একটি নিবেদিত শিক্ষক টিমের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ৫১ জন শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করেন, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী পায় পর্যাপ্ত মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন গাইডলাইন।

- বাংলায় – ৬ জন
- ইংরেজিতে – ৭ জন
- গণিতে – ৯ জন
- সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে – ৬ জন
- পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, খাতা মূল্যায়ন ও রুটিন পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে – ২৩ জন পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক

আমরা বিশ্বাস করি, শুধু বই শেখানো নয়, একজন শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের মানসিক, একাডেমিক ও নৈতিক গঠনে একজন শিক্ষক সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। তাই শিক্ষক নির্বাচনেই আমরা রাখি সর্বোচ্চ গুরুত্ব।

গবেষণাভিত্তিক লেকচার শীট পরিকল্পিত প্রস্তুতির স্মার্ট সহকারী

রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর শিক্ষার্থীরা বাজারের ফটোকপি শিটে নয়, হাতে পায় গবেষণাভিত্তিক, প্রেসে ছাপানো ও সুপরিকল্পিত লেকচার শীট
প্রতি মাসে সরবরাহ করা হয় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞানের জন্য চারটি পৃথক শীট—যা বিষয় অনুযায়ী আলাদা রঙে ছাপানো এবং শেখার জন্য সহজ বিন্যাসে সাজানো।
এই শীটগুলোতে থাকে টপিকভিত্তিক ব্যাখ্যা, সংক্ষিপ্ত উপসংহার, বোর্ডভিত্তিক অনুশীলন ও শিক্ষার্থীবান্ধব উপস্থাপনা—যা তাদের বোঝার সক্ষমতা বাড়ায় এবং বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হয়।
শুধু মুখস্থ নয়, বুঝে শেখার দক্ষতা তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

সিলেবাসভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা:

ভালো ফলাফলের জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।
রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ তাই শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই নির্ধারিত থাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিক সিলেবাস, যার আলোকে চলে প্রতিটি ক্লাসের পাঠদান। এই সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের গাইড করে ধাপে ধাপে প্রস্তুতির দিকে, এবং অভিভাবকরাও নিয়মিত আপডেট পান সন্তানের অগ্রগতি সম্পর্কে।

পরীক্ষা: ধারাবাহিক মূল্যায়নের শক্ত ভিত্তি

শিক্ষার্থীদের মেধা ও অগ্রগতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ রয়েছে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক মডেল টেস্টের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। প্রতিটি টপিকের পরপরই নেওয়া হয় ক্লাস টেস্ট, যাতে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে যাচাই করতে পারে। সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষাগুলো শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি, দুর্বলতা ও উন্নতির ধারা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলে তারা যেমন হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী, তেমনি চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও হয় আরও সুসংহত ও নিশ্চিত।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: আধুনিক ও স্বচ্ছ পদ্ধতি

রংপুর ক্যাডেট কোচিং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অনুসরণ করে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক একটি আধুনিক পদ্ধতি।

আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.online.rcctube.com) প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ব্যক্তিগত স্টুডেন্ট পোর্টাল, যেখানে তারা সহজেই নিজের ফলাফল ও অগ্রগতি দেখতে পারে। এছাড়াও অভিভাবকদের জন্য রয়েছে Parent Portal যা থেকে সন্তানের একাডেমিক পারফরম্যান্স নিয়মিতভাবে ট্র্যাক করা যায়। ফলাফল প্রকাশের পর অভিভাবকদের মোবাইলে তা পৌঁছে যায় "RCC RANGPUR" মাস্কিং থেকে, যাতে কেউও তথ্য থেকে পিছিয়ে না থাকে।

পুরস্কার প্রদান: সাফল্যকে সম্মান, আগামীকে উৎসাহ

শিক্ষার্থীদের সাফল্য শুধু ফলাফলেই থেমে থাকে না—আমরা সেটাকে করি স্বীকৃত, সম্মানিত ও উৎসাহব্যঞ্জক। তাই মেধা ও অগ্রগতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য আরও অনুপ্রাণিত হয়।

প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ছবি বিশেষভাবে ব্যানারে প্রকাশ করা হয়, এবং আয়োজন করা হয় ব্যাচভিত্তিক সুশৃঙ্খল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, পরিবার ও সহপাঠীদের কাছে তাদের কৃতিত্বকে দৃশ্যমান করে তোলে।

আমরা বিশ্বাস করি, যে প্রাপ্তিকে সম্মান দেওয়া হয়, সেই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও দ্বিগুণ হয়।

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সব প্রতিষ্ঠানেই কিছু শিক্ষার্থী শুরুতে পিছিয়ে থাকে—কিন্তু সেই জায়গায় আমরা ভিন্নভাবে কাজ করি। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিষয়ভিত্তিক বিশেষ পাঠদান ব্যবস্থা, যেখানে তাদের প্রতিটি দুর্বলতা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় বাড়তি সময়, মনোযোগ ও অনুশীলনের সুযোগ। একজন শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় না ভোগে বরং ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—সে পরিবেশ, সহানুভূতি ও কৌশল আমরা নিশ্চিত করি।

আমাদের শিক্ষকদের জন্য "একই নিয়মে সবাই" নয়—"প্রতিটি শিক্ষার্থী আলাদা" —এই দর্শনটাই মুখ্য।

মোটিভেশনাল ক্লাস: আত্মবিশ্বাস গড়ার অভ্যন্তরীণ অনুশীলন

শুধু জ্ঞান নয়, সফলতার জন্য প্রয়োজন মনের শক্তি, লক্ষ্য স্থিরতা ও আত্মবিশ্বাস। এই উপলব্ধি থেকেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোটিভেশনাল ক্লাস, যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করা হয় আত্মপ্রত্যয়, ইতিবাচক মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি।

আমরা বিশ্বাস করি,
"মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন, ভালো শিক্ষক বুঝিয়ে দেন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান, আর মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।" আমাদের উদ্দেশ্য সেই 'মহান' শিক্ষক হয়ে শিক্ষার্থীর অন্তরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। এই ক্লাসগুলো শিক্ষার্থীদের শুধু সাময়িক উৎসাহ নয়—জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় জয়ী হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি দেয়।

আধুনিক গ্রন্থাগার: জ্ঞানের আলোয় প্রসারিত পথ

আমরা বিশ্বাস করি, "জ্ঞান সীমাহীন—আর শেখা কখনো থেমে থাকে না।"
এই দর্শন থেকেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ গড়ে তোলা হয়েছে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রকমারি বইয়ের সংগ্রহ। এখানে একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজন অনুযায়ী বই সংগ্রহ করতে পারে, লাইব্রেরিয়ান-এর সহায়তায় গড়ে তুলতে পারে নিয়মিত পাঠাভ্যাস। শুধু পাঠ্যবই নয়, এই গ্রন্থাগারে রয়েছে গল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞান ও অনুপ্রেরণামূলক বই—যা একজন শিক্ষার্থীর মনন, কল্পনা ও চিন্তার পরিধি বাড়াতে সহায়ক।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় নয়—জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই হয়ে উঠুক জ্ঞাননির্ভর ও বিস্তৃতমনা।

অভিভাবক সমাবেশ: শিক্ষার উন্নয়নে ত্রিপাক্ষিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন

শিক্ষার্থীর সার্বিক মানোন্নয়নে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সমন্বয় অপরিহার্য। এই উপলব্ধি থেকেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ প্রতি তিন মাস অন্তর আয়োজন করা হয় অভিভাবক সমাবেশ, যেখানে অভিভাবকেরা সরাসরি জানাতে পারেন তাঁদের মতামত, প্রশ্ন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ।
এই সমাবেশে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অগ্রগতি, আচরণ, শৃঙ্খলা ও পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়, যা শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের এক আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করে। আমরা বিশ্বাস করি, একজন শিক্ষার্থীর সফলতার পেছনে শিক্ষক যেমন প্রয়োজন, তেমনি অভিভাবকের সক্রিয় উপস্থিতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যায়ামাগার: স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার শরীরচর্চা কেন্দ্র

ক্যাডেট কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং প্রথমবারের মতো ক্যাডেট কোচিং জগতে গড়ে তুলেছে আধুনিক ও মানসম্পন্ন ব্যায়ামাগার।এখানে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ফিটনেস চর্চার মাধ্যমে নিজের দেহের গঠন, সহনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ফিটনেস লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে থাকেন একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যিনি দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের প্রস্তুত করেন শারীরিক পরীক্ষার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি, শক্ত শরীরই শৃঙ্খলা ও সাফল্যের ভিত্তি—আর তার শুরু হয় নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস থেকে।

প্রার্থনা সুবিধা: নৈতিকতার ভিত গড়ার সূচনাস্থল

ধর্ম শুধু বিশ্বাস নয়, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে নৈতিকতার ভিত গড়ার অন্যতম মাধ্যম। এই উপলব্ধিতে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আলাদা দুইটি নামাজঘর, যেখানে তারা নির্ধারিত সময়ে জামাতসহ নিয়মিত নামাজ আদায় করতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য শান্তিপূর্ণ উপাসনার উপযোগী পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় রীতিনীতি অনুশীলন করতে পারে সহানুভূতিশীল পরিবেশে। আমরা চাই, প্রতিটি শিক্ষার্থী বেড়ে উঠুক নৈতিকতা, সহনশীলতা ও আত্মিক শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে।

ক্যাফেটেরিয়া: স্বাস্থ্যকর খাবার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মাঝে ছোট ছোট বিরতি যেমন মানসিক স্বস্তি আনে, তেমনি সঠিক খাবার ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজে পাওয়া তাদের স্বাভাবিক গতিকে ধরে রাখতে সহায়ক। এই বিবেচনায় রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ রয়েছে নিজস্ব ক্যাফেটেরিয়া, যেখানে শিক্ষার্থীরা টিফিন টাইমে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পানীয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে।
নির্দিষ্ট টোকেন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কেনাকাটা করে, যাতে অনিয়ন্ত্রিত খরচ এড়ানো যায় এবং অভিভাবকরাও থাকে নিশ্চিন্ত।
আমরা বিশ্বাস করি, শুধু পড়াশোনা নয়—শিক্ষার্থীর প্রতিটি চাহিদার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানকে নিতে হয় যত্ন ও সচেতনতায়।

বার্ষিক শিক্ষা সফর:

প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় বিশেষ শিক্ষা সফরের। এ সফরে শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগই পায় না, বরং নতুন জায়গা ঘুরে আনন্দঘন পরিবেশে শেখার সুযোগও পায়।

ক্যাম্পাস: শেখার জন্য একটি নিরাপদ ও প্রশান্তিকর পরিবেশ

একজন শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে শিক্ষিত করতে শুধু পাঠ্যবই নয়—প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবেশ।
এই বাস্তব চাহিদা পূরণে রংপুর ক্যাডেট কোচিং পরিচালনা করছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ১৮ শতাংশ জায়গাজুড়ে ছায়াঘেরা, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তাসম্পন্ন ক্যাম্পাস—যা পরিচিত "R.C.C. ক্যাম্পাস" নামে।
এখানে প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বস্তি ও মনোযোগ নিশ্চিত করতে পরিবেশ গঠনে রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ যত্ন।

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম: থেমে না থাকার ডিজিটাল প্রতিশ্রুতি

শুধু শ্রেণিকক্ষেই নয়, প্রয়োজন হলে ঘরে বসেও শিক্ষার্থী যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারে—এই লক্ষ্যেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং তৈরি করেছে নিজস্ব অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম: online.rcctube.com। এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে নিয়মিত ভিডিও ক্লাস, লেকচার শিট, কুইজ, মডেল টেস্ট ও কনটেন্ট লাইব্রেরি—যা শিক্ষার্থীরা যেকোনো স্থান থেকে, যেকোনো সময় ব্যবহার করতে পারে।
বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থী স্কুলের মিডটার্ম বা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য কিছুদিনের জন্য বাড়িতে যায়, তাদের প্রস্তুতিকে ধারাবাহিক রাখতে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অনলাইন ক্লাস ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
এছাড়াও মহামারী, ছুটি বা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতেও যেন শিক্ষাপ্রবাহ ব্যাহত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সব কার্যক্রম চলে ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে।
আমরা বিশ্বাস করি—সময় ও অবস্থান যাই হোক না কেন, শিক্ষা কখনো থেমে থাকা উচিত নয়। আর যেখানে শিক্ষা থামে না, সেখানেই গড়ে ওঠে সঠিক প্রস্তুতির ভিত।

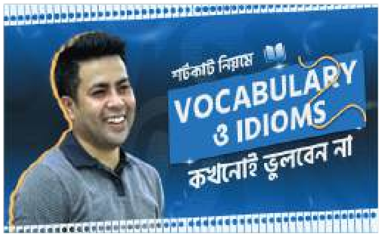

নিরাপত্তা ব্যবস্থা: শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ নজরদারি

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখনই সত্যিকারের মানসম্পন্ন হয়, যখন সেখানে শিক্ষার পাশাপাশি নিরাপত্তাও থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে।
R.C.C. ক্যাম্পাসে প্রবেশের শুরুতেই রয়েছে নিরাপত্তা চেকপোস্ট ও নিয়োজিত প্রহরী, যারা ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করেন।
সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে ৭২টি আধুনিক সিসি ক্যামেরা, যা পুরো এলাকাজুড়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকে।
এই মনিটরিং ব্যবস্থা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও অভিজ্ঞ প্রশাসনিক (এডমিন) টিমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যাতে নিরাপত্তায় কোনো ধরনের শৈথিল্য না থাকে।
আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই একজন অভিভাবকের প্রথম চাওয়া—আর সেটিই আমরা প্রতিদিনের দায়িত্ব হিসেবে পালন করি।

হিসাব কক্ষ: ঝামেলামুক্ত লেনদেনের স্মার্ট ব্যবস্থা

একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো আর্থিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা।
এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে R.C.C.-তে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হিসাব কক্ষ, যেখানে লেনদেন পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট নিয়ম, সফটওয়্যার এবং কার্ড ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এখানে অভিভাবকবৃন্দ পান প্রদত্ত আইডি কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হিসাব তথ্য, এবং প্রতিটি লেনদেন হয় সফটওয়্যার ও প্রিন্টেড মেশিনের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে নথিভুক্ত। ফলে আর্থিক লেনদেনে থাকে না কোনো বিভ্রান্তি বা অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা।
আমরা বিশ্বাস করি, স্বচ্ছ হিসাব-নিকাশ প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে—আর সেটাই আমরা প্রতিদিন অনুসরণ করি।

ডিজিটাল হাজিরা: প্রযুক্তিনির্ভর উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা

নিয়মিত উপস্থিতি শুধু শৃঙ্খলার প্রতীক নয়—এটি একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ ও অভ্যাস গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এই বিশ্বাস থেকেই R.C.C.-তে চালু রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি প্রতিদিন রেকর্ড করা হয় Face Detection মেশিনের মাধ্যমে। এতে করে উপস্থিতির তথ্য থাকে নির্ভুল, স্বচ্ছ এবং তাৎক্ষণিকভাবে মনিটরিংয়ের আওতায়। এই পদ্ধতি প্রশাসনের জন্য যেমন সময় ও কাগজ সাশ্রয়ী, তেমনি অভিভাবকদের কাছেও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে।
আমরা বিশ্বাস করি, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা মানেই দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতার নতুন মানদণ্ড।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী: সফল ব্যবস্থাপনার নিরব নায়করা

একটি প্রতিষ্ঠানকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে শুধু শিক্ষক নয়, প্রয়োজন দক্ষ ও আন্তরিক প্রশাসনিক টিম।
এই বিশ্বাস থেকে R.C.C. শিক্ষা পরিবারে রয়েছে ৮৬ জন দক্ষ এবং পরিশ্রমী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যারা প্রতিদিন নিরলস পরিশ্রম করে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সুসংগঠিত পরিবেশ নিশ্চিত করেন।
রুটিন, উপস্থিতি, প্রশাসনিক সহায়তা, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখা—সব কিছুতেই এ টিমের অবদান অনস্বীকার্য।
তাদের নিরব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই R.C.C. শিক্ষা পরিবার আজ এতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে।
আমরা গর্ব করি—শিক্ষার মঞ্চের পেছনের এই নিবেদিত সহযোদ্ধারাই আমাদের দৃঢ় ভিত্তি।

প্রশিক্ষণ: দক্ষ পরিচালনার ভিত্তি

একটি প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য শুধু নিয়ম নয়, প্রয়োজন নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন।

এই উপলব্ধি থেকেই R.C.C. শিক্ষা পরিবারে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালনে আরও দক্ষ ও প্রস্তুত হতে পারে।

এই প্রশিক্ষণগুলোতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়:

- শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষার্থী-অভিভাবক ব্যবস্থাপনার কৌশল
- আচরণ, শৃঙ্খলা ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে সৌন্দর্য বজায় রাখা
- প্রযুক্তি ও স্মার্ট টুলস ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ভালো প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি তৈরি হয় তখনই, যখন যারা শেখায় তারাও নিয়মিত শেখে, শাণিত হয় ও আপডেট থাকে।

আবাসিক ব্যবস্থা: নিরবচ্ছিন্ন যত্ন, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

R.C.C.-এর প্রতিটি আবাসিক হল পরিচালিত হয় শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মানবিক যত্নের সমন্বয়ে। ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পৃথক আবাসিক হল, যা সবই প্রধান কার্যালয় থেকে ২০০ গজের মধ্যে অবস্থিত—নিয়মিত তদারকি ও নিরাপত্তার জন্য এটি বিশেষভাবে উপযোগী।

হলসমূহের তালিকা:

ছেলে	মেয়ে
তিতুমীর হল	মাদার তেরেসা হল
জাহাঙ্গীর হল	সুলতানা রাজিয়া হল
আব্দুস সালাম হল	হাজেরা হল
দেলোয়ার হোসেন হল	হালিমা হল

প্রতিটি হলে যা যা সুবিধা রয়েছে:

- ☑ ৫ ও ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন
- ☑ প্রতি কক্ষে ৩ জন শিক্ষার্থী
- ☑ প্রতি ৩ জনে ১টি ওয়াশরুম
- ☑ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানি
- ☑ উন্নতমানের Wi-Fi ইন্টারনেট
- ☑ ইনডোর গেমস, টিভি কর্নার ও রিডিং কর্নার
- ☑ সুশৃঙ্খল ডাইনিং ও স্বাস্থ্যকর খাবার
- ☑ সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হাউজ টিউটর ও তত্ত্বাবধায়ক
- ☑ সর্বমোট ১৬৪টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা নজরদারি

"আবাসন শুধু থাকার জায়গা নয়—R.C.C.-তে এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ঘর"

জাহাঙ্গীর হল

তিতুমীর হল

আব্দুস সালাম হল

দেলোয়ার হোসেন হল

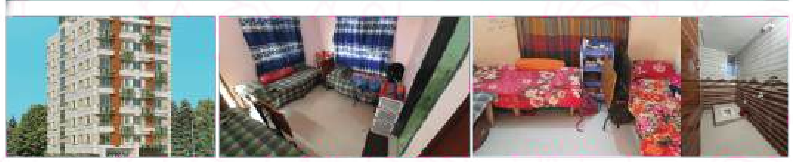

মাদার তেরেসা হল

সুলতানা রাজিয়া হল

হাজেরা হল

হালিমা হল

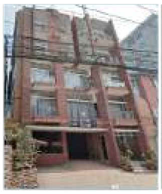

হাউজ টিউটর: অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে নির্ভরতার হাত

R.C.C.-এর প্রতিটি আবাসিক হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক হাউজ টিউটর নিযুক্ত রয়েছেন, যারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, সময়ানুবর্তিতা, আচরণ ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিবিড়ভাবে তদারকি করেন। এই টিউটরগণ সকলেই শিক্ষাগতভাবে যোগ্য ও প্রশিক্ষিত, এবং একজন শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের রুটিন থেকে শুরু করে আবাসিক পরিবেশে সুষ্ঠু জীবনযাপন নিশ্চিত করতে সদা সচেষ্ট। নামাজ, পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম—সবকিছু যেন সময়মতো, নিয়মমাফিক এবং যত্নের সঙ্গে হয়, সে লক্ষ্যেই হাউজ টিউটরদের সক্রিয় ভূমিকা আমাদের আবাসিক ব্যবস্থার অন্যতম শক্তি।

আমরা বিশ্বাস করি, আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি স্নেহ ও শৃঙ্খলারবন্ধনে আগলে রাখাই একজন হাউজ টিউটরের আসল পরিচয়।

খাবার পরিবেশনা ও অভিভাবকীয় স্বচ্ছতা

আবাসিক শিক্ষার্থীদের খাবার শুধু পুষ্টিকর নয়, তা অভিভাবকের শান্তি ও সন্তুষ্টির জায়গাও। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ প্রতিদিন ৪ বেলা (সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, বিকালের নাস্তা, রাতের খাবার) শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয়। বিশেষত্ব হলো—প্রতিদিন খাবারের ছবি আমাদের "RCC Residential" হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রকাশ করা হয়, যাতে অভিভাবক নিজেই দেখতে পারেন তার সন্তান কী খাচ্ছে, কীভাবে খাচ্ছে এবং আমরা কীভাবে তাদের যত্ন নিচ্ছি। এই উদ্যোগ আমাদের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা বাড়ায় এবং এক ধরনের দৃশ্যমান অভিভাবকীয় সংযুক্তি তৈরি করে, যা আজকের দিনে সত্যিই বিরল।

“আমরা বিশ্বাস করি, সন্তান যত্নে থাকলে অভিভাবকও নিশ্চিন্তে থাকেন”

চিকিৎসা: সুস্থতার নিশ্চয়তায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

R.C.C.-এর প্রতিটি আবাসিক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যেখানে নিয়োজিত চিকিৎসক নিয়মিত তত্ত্বাবধান করেন। ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রয়েছে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং টিম।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো—আমাদের আবাসিক হলগুলো অবস্থিত ধাপ মেডিকেল মোড় এলাকায়, যা রংপুরের অন্যতম চিকিৎসাকেন্দ্রিক অঞ্চল। ফলে জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত মানসম্পন্ন চিকিৎসা নিতে কোনো জটিলতা হয় না, অভিভাবকরাও থাকেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

দৈনন্দিন খাবারের তালিকা

বার	সকালের নাস্তা ৭.৪৫ - ৮.০৫	দুপুরের খাবার ১.৩০ - ২.০০	বিকালের নাস্তা ০৩.০০-০৬.০০	রাতের খাবার ৯.৪৫ - ১০.১৫
শনিবার	ভুনা খিচুড়ি+ডিম ভাজি	ভাত+বড়মাছ+ডাল+সবজি	ছোলা+মুড়ি	ভাত+ডিমভুনা+আলুর ডাল+সবজি+আলুভর্তা/বাদাম ভর্তা ও দুধ
রবিবার	ভাত+সবজি+ডাল	ভাত+মুরগির মাংস+ডাল+শাকভাজি+ছোট আলু ভর্তা	ছোলা+খিচুড়ি	ভাত+বড় মাছ+সবজি+লাউশাক+সুটকি+আলু ভর্তা ও ডাল
সোমবার	ভাত+ভর্তা+ডাল	ভাত + বড় মাছ ভুনা+ছোট আলু ভাজি+বুটের ডাল +সালাদ	বিস্কুট+পেটিস	ভাত+ডিম ভুনা+আলুর ডাল/ডাল+সবজি+শাক+ভর্তা+দুধ
মঙ্গলবার	ভুনা খিচুড়ি+ডিম ভাজি	ভাত+মুরগি+ডাল+সবজি+বাদাম ভর্তা	ছোলা+মুড়ি	ভাত+বড় মাছ ভুনা +ডাল+ সবজি
বুধবার	ভাত+আলু ভাজি+ডাল	ভাত+ডিম ভুনা+বুটের ডাল+সবজি+ভর্তা	রুটি/কেক	ভাত+ শিং মাছ+ডাল+ শাকভাজি
বৃহস্পতিবার	ভাত+ভর্তা+ডাল	ভাত+মুরগির মাংস+সবজি+আলু ভর্তা+ডাল	ছোলা+মুড়ি	ভাত+ডিম ভুনা+বুটের ডাল+সালাদ+দুধ
শুক্রবার	ভুনা খিচুড়ি+সালাদ+ডিম ভাজি	ভাত + বড় মাছ ভুনা+ছোট আলু ভাজি+বুটের ডাল + সালাদ	রুটি/সিংগারা	ভাত+মুরগির মাংস+ডাল+সবজি+শাকভাজি

- প্রতিমাসের ১ম রবিবার বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কথা বিবেচনা করে ঋতুভেদে খাবারের উন্নতমান বজায় রেখে তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।

ডাইনিং রিপোর্ট : হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রতিদিনের খাবারের ছবি

প্রতিদিনের খাবারের ছবি আমাদের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়। এর মাধ্যমে অভিভাবকরা সন্তানের খাবারের মান ও পরিবেশনা সম্পর্কে প্রতিদিন সরাসরি অবগত থাকতে পারেন।

যাতায়াত ব্যবস্থা: নিরাপদ পরিবহনে প্রাণবন্ত একাডেমিক জীবন

R.C.C.-এর শিক্ষার্থীরা যেন আবাসিক পরিবেশে একঘেয়েমি অনুভব না করে, সেজন্য আমাদের একাডেমিক ভবনগুলো হল থেকে আলাদা করা হয়েছে। একই হলে থাকা এবং সেখানেই পড়াশোনা—এটি যেন 'জেলখানা'র মতো না লাগে, বরং পড়াশোনা যেন হয় প্রাণবন্ত ও গতিশীল অভিজ্ঞতা, সেই ভাবনা থেকেই এই ব্যবস্থা। এই যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে ৩টি বড় বাস এবং ৩টি মিনি বাস, যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হল থেকে মূল ক্যাম্পাস ও খেলার মাঠে যাতায়াত করানো হয়। প্রতিটি বাস চালান ৬ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ ও দায়িত্বশীল ড্রাইভার, যাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিনের যাতায়াত হয় সময়মতো এবং নিরাপদভাবে। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার পরিবেশ যেমন প্রাণবন্ত হওয়া দরকার, ঠিক তেমনি যাতায়াত ব্যবস্থাও হওয়া উচিত সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ।

লন্ড্রি ও সেলুন: পরিচ্ছন্নতায় যত্ন ও স্বাধীনতা

আবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত জামা-কাপড় পরিষ্কার ও পরিচর্যার জন্য R.C.C.-তে রয়েছে নিজস্ব লন্ড্রি ও সুশৃঙ্খল সেলুন ব্যবস্থা। এখানে শিক্ষার্থীদের কাপড় ধোয়া, আয়রন এবং চুল কাটার মতো প্রয়োজনীয় সেবা প্রতিনিয়তই প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হয়। ফলে এসব মৌলিক কাজে শিক্ষার্থীদের বাহিরে যেতে হয় না, সময় ও নিরাপত্তা—দুটোই নিশ্চিত থাকে। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা যেন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে—দৈনন্দিন প্রয়োজনে নয়।

বিনোদন: সুস্থ মন, প্রাণবন্ত পরিবেশ

আবাসিক শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে R.C.C.-তে রয়েছে সুশৃঙ্খল বিনোদন ব্যবস্থা। নিয়মিত রুটিন অনুসারে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর খেলার সুযোগ। এছাড়াও সাপ্তাহিক ক্লাসের বাইরে আয়োজিত হয় সংস্কৃতি চর্চা, কবিতা আবৃত্তি, গান, দলীয় পরিবেশনা ও শিল্পকলা বিষয়ক আয়োজন।

শুধু পড়ালেখা নয়—শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য আনন্দ ও খেলাধুলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা সেটাকে গুরুত্ব দিয়েই পরিচালনা করি। আমরা বিশ্বাস করি, একটি হাসিমুখই সবচেয়ে বড় প্রস্তুতির উৎসাহ হতে পারে।

সহশিক্ষা কার্যক্রম: পূর্ণ মানুষ গড়ার বহুমাত্রিক আয়োজন

R.C.C. শুধু পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে প্রয়োজন শিক্ষা সহায়ক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বিত পরিবেশ।

এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে:

- শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, যেখানে আর্থিকভাবে অসচ্ছল কিংবা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে বই, খাতা, ইউনিফর্ম এবং অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়।
- জাতীয় দিবস উদযাপন, যেমন—শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়, যা তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সচেতনতা জাগায়।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে ফুটবল, ক্রিকেট, দৌড়, আবৃত্তি, গান, বিতর্ক, নৃত্যসহ নানা সৃজনশীল ও আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে।

আমরা চাই প্রতিটি শিক্ষার্থী শুধু ভালো পরীক্ষার্থী নয়—হোক আত্মপ্রত্যয়ী, দায়িত্ববান ও মেধা ও মননে সমৃদ্ধ একজন মানুষ।

শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দের কথা

মোছাঃ নৌশিন ইসলাম (নিধি)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।" প্রথমেই আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হাজারও শুকরিয়া আদায় করি আমাকে এত বড় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর অশেষ রহমতে আমি ২০২২ সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার লিখিত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছি।

If we work hard and keep faith in our mind then we don't have to run after success. After all success will run behind us.

রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত নিকটে আসে। ব্যর্থতা আসবেই, তার মানে এই নয় যে সফলতা ধরা দেবে না। জীবন হলো একটা পেনসিলের দাগে আঁকা ছবির মতো যা খুব সহজেই রাবার দিয়ে মুছে ফেলা যায়। কিন্তু জীবনের বর্ণটা হলো কলমের কালির মতো যার দাগ কোনোদিনই মুছে ফেলা যায় না। তাই জীবনে যত বেশি সমস্যা ও পরিবর্তন আসবে একজন মানুষ তার জীবনে তত বেশি এগিয়ে যাবে। কারণ, সকল সমস্যাই তার সাথে একটা নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। ঠিক তেমনি করে, আমার সফলতার পেছনে শুধুমাত্র আমার পরিশ্রম, মা-বাবার দোয়াই নয় বরং আমার চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-কে পাশে পেয়েছি। রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর হাত ধরেই আমি সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পেরেছি। আজ এত বড় পর্যায়ে পৌঁছাতে পারার বড় কারণ হিসেবে আমি রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর সকল শিক্ষক, অন্য এমনকি নাহিদ স্যারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভালোবাসাকেই প্রথমে খুঁজে পেয়েছি। কোনো কাজ বেশি সময় নিয়ে করলে কোনোদিনই তাতে সফল হওয়া সম্ভব নয় বরং বুদ্ধিমানের কাজ হলো চিন্তায় বেশি সময় ব্যয় না করে তা আজ থেকেই শুরু করা। তাই আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাস রাখি না, বরং সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই তা সঠিক করে দেই। পরিশেষে আমার সফলতার সাথে জড়িত সকলের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি এতটুকুই বলব যে,

"স্বপ্ন যখন আকাশের সমান
বাস্তবতা তখন কাগজের বিমান।"

নাম: মোছাঃ আফিয়া আনতারা (আভা)

আমি আল্লাহর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমাকে ২০২২ সালের ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষার লিখিত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ায় সৌভাগ্য দানের জন্য।

পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। পৃথিবীতে সকল মহান কীর্তিমান ব্যক্তি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই সফলতা অর্জন করেছেন। আমার সাফল্যের পিছনে যে পরিশ্রম, সে পরিশ্রম করতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন মা-বাবা এবং রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর সদস্যবৃন্দ। তাঁরা আমাকে সফলতার দিকে অগ্রসর হতে অনেক সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে এই কামনা করছি যেন এভাবেই রংপুর ক্যাডেট কোচিং সকল শিক্ষার্থীর পাশে থাকতে পারে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

শুরুতে মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি শুকরিয়া পোষণ করছি। আমাকে ২০২২ সালে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য।

সমাজ চায় সফলতা এবং জাতি চায় যোগ্য নাগরিক। এই দুইটি সমন্বয়ে একটি স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এই দুইটি অর্জনে আমার পিছনে ছিল আমার স্বপ্ন দিয়ে আঁকা, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এবং আমার বাবা-মা। এতে রয়েছে এক ঝাঁক শিক্ষাগুরু। যারা নিত্য পরিশ্রমী ও দূরদর্শী সম্পন্ন। তাদের শানিত মেধা শিক্ষার্থীদের মেধাবী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তোলে। আরও আছে সুযোগ্য পরিচালনা পর্ষদ। এখানকার কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস কাজ করে।

আশা করি, অনাগতদের কাছে রব দৃষ্টান্ত হিসাবে। যারা আসছে তাদের জন্য রইল কর্ম প্রেরণা এবং যারা ভাবছে ভর্তি হবে তাদের স্বাগতম।

আর কিছু নয়, এই বলে হোক লেখা পরিচয়।

[ধন্যবাদ]

আব্দুল্লাহ আল রিয়াদ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামু আলাইকুম। আমি ক্যাডেট গোলাম, ক্যাডেট নং: ৩২০৬, নজরুল হাউস, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। আমার স্বপ্ন ছিল আমি একজন ক্যাডেট হবো। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর হাত ধরে পথ চলা শুরু করি। চলার পথে "লকডাউন" এর মতো অনেক বাধা আসলেও "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" আমার মনে লেখা-পড়া চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী পরিশ্রমী, নিরলস এবং দক্ষ। এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা সত্যিই মনমুগ্ধকর এবং এখানকার পরিবেশ অতি মনোরম। "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর নিজস্ব তৈরি করা শিট এবং টিচারদের বিভিন্ন কৌশল পড়াশোনাকে অনেক সহজ করে দেয়। নাহিদ স্যার এবং অন্যান্য টিচারদের অনুপ্রেরণামূলক বাণী আমাকে পড়াশোনার প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করে তোলে। এক বছর কঠোর পরিশ্রমের পর সর্বোচ্চ প্রস্তুতির সাথে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর রহমতে এবং সকলের দোয়ায় আমি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এরপর মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর সহায়তায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে অংশ নেই। আল্লাহর রহমতে ক্যাডেট কলেজে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হই। "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর জন্যই আমার খাকি পোশাক পরার স্বপ্ন সত্যি হয়। "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।

স্কুল ব্যবস্থা: একাডেমিক শিক্ষা ও ক্যাডেট প্রস্তুতির সমন্বিত পথ

অনেক অভিভাবকই দুশ্চিন্তায় থাকেন—সন্তানকে এমন কোথায় ভর্তি করবেন, যেখানে একদিকে মানসম্মত স্কুলিং হবে, অন্যদিকে ক্যাডেট কলেজের প্রস্তুতিও নিশ্চিত হবে। এই বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে রেখে R.C.C. শিক্ষা পরিবার পরিচালনা করছে একটি স্বতন্ত্র ও স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "রংপুর সায়েন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ", যেখানে প্লে থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা নিয়মিত একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। যেসব শিক্ষার্থী একসঙ্গে স্কুলিং ও ক্যাডেট কোচিং চালিয়ে যেতে চায়, তারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে একই শিক্ষা পরিবারের আওতায় থাকা রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর অধীনে প্রস্তুতির সুযোগও পায়—সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। কোচিংয়ের নির্ধারিত ফি-এর পাশাপাশি মাত্র ১,৫০০ টাকা বাড়তি ফি দিয়েই শিক্ষার্থীরা স্কুল কার্যক্রমেও যুক্ত থাকতে পারে। ফলে আলাদা করে স্কুলে ভর্তির প্রয়োজন হয় না, একই সময়ে কোচিং এবং স্কুলের ক্লাস, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন চলে ধারাবাহিকভাবে, এবং স্কুলের মিডটার্ম বা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য বাড়ি যাওয়া বা সময় নষ্ট হওয়ার ঝামেলাও থাকে না।

এই স্কুলিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা, রুটিনমাফিক ক্লাস, মূল্যায়ন ও একাডেমিক অনুশাসনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, যা ক্যাডেট কলেজের পরিবেশে মানিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে।

"একসঙ্গে স্কুল ও কোচিং—সময় বাঁচে, প্রস্তুতি হয় সম্পূর্ণ"

ইউনিফর্ম: শৃঙ্খলা ও সমতার প্রতীক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও পরিবেশ বজায় রাখতে নির্ধারিত ড্রেস কোডের গুরুত্ব অপরিসীম। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ আমরা বিশ্বাস করি, সবার আর্থিক অবস্থার মধ্যে সমতা বজায় রাখা এবং শোভন, প্রফেশনাল পরিবেশ গড়ে তোলার অন্যতম উপায় হচ্ছে ইউনিফর্ম। এই লক্ষ্যেই আমাদের রয়েছে নির্ধারিত ইউনিফর্ম, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি গর্ববোধ তৈরি করে। একই ড্রেস শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন কমায় এবং সবাইকে একই ছাদের নিচে একীভূত করে।

আমরা চাই—শিক্ষার্থীর পরিচয়ে ফুটে উঠুক শিক্ষার সংস্কৃতি।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা: সফল পরিচালনার নির্ভরযোগ্য কাঠামো

যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে থাকে একটি দক্ষ ও সুসংগঠিত প্রশাসনিক টিম। রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ রয়েছে প্রায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি সুদক্ষ এডমিন টিম, যারা প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, রুটিন মেইনটেন, উপস্থিতি, যোগাযোগ ও কার্যক্রমসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করে। ক্যাম্পাস পরিচালনা থেকে শুরু করে অভিভাবক সংযোগ, ছাত্র-ছাত্রীদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও শৃঙ্খলা রক্ষা—সব ক্ষেত্রেই আমাদের প্রশাসনিক টিম কাজ করে পরিকল্পিত ও পেশাদার ভঙ্গিতে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি প্রতিষ্ঠানকে বড় করে তোলে তার ভিতরের নিরবচ্ছিন্ন ও সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো। "দূরের পেছনে দূর প্রশাসন—যার উপর নির্ভর করে প্রতিটি সুষ্ঠুদিন দিন"

কলসেন্টার সেবা: নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের নিশ্চয়তা

শিক্ষা নিয়ে যেকোনো সময় অভিভাবকের মনে প্রশ্ন, উদ্বেগ বা প্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদা থাকতে পারে—আর সেই দরজাটি সবসময় খোলা রাখতে আমাদের রয়েছে নিজস্ব কলসেন্টার। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, সপ্তাহের ৭ দিন আমাদের কলসেন্টারে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা দেওয়া হয়। অভিভাবকবৃন্দ যে কোনো তথ্য, জিজ্ঞাসা, অভিযোগ বা সহায়তার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের নির্ধারিত নম্বরে: ০৯৬১৩ ৬৬২ ০০০ ০১৭৫৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮

আমরা বিশ্বাস করি, পরিচ্ছন্ন ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে করে আরোও বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্ববান।

I am Tahsin Rahman Aritro, cadet no-3094 of Rajshahi Cadet college.

Rangpur cadet coaching has a remarkable effect on my success. The teachers are very dedicated and knowledgable. They teach us very attentively. I am very grateful to them and pray for their successive progress in future.

We are grateful to RCC (Rangpur cadet coaching) for the success of my son. He is now a proud cadet of Rajshahi cadet college. We hope RCC will continue their efforts to make bright future for the next generation.

Md. Mahabubur Rahman
Assistant Manager
BASIC Bank Limited
Rangpur Branch Rangpur.
01741695898, 01730263588.

Name: Shamit
Cadet No: 2999
Mirzapur Cadet College

I am eternally grateful to Nahid sir for everything. I couldn't be who I am today without his help and guidance. He cares deeply about every student and is admired by all. He truly is a remarkable character. He sees the ~~truth~~ true potential in his students and teaches them how to make the best use of it. No matter how hard the question is, he always has the question is, he always has the simple and easy to understand answer. He did a lot for me and is still doing. So thank you for everything, Sir.

আমার ছোট ছেলে হাসানুজ্জামান সামিত ২০২৮ সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমার ও আমার ছেলের স্বপ্ন ছিল ক্যাডেট হবে। সেই লক্ষ্যে তাকে রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দেই। এই কোচিং এর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং আমার ছেলের নিরলস চেষ্টায় আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বিশেষ করে পরিচালক নাহিদ স্যারের নিরলস চেষ্টায় আমার ছেলে আজ ক্যাডেট কলেজে পড়তেছে। রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টার অন্যান্য কোচিং সেন্টার গুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা নিজেদের স্বার্থের থেকে বাচ্চাদের স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা কোচিং সেন্টারেই আন্তরিকতার সহিত বাচ্চাদের পড়ালেখা আদায় করে নেয়। পড়ালেখার পাশাপাশি ক্যাডেট কলেজের নিয়মকানুন সম্পর্কেও শিক্ষাদান করে থাকে।

পরিশেষে আমি কোচিং সেন্টারের পরিচালক স্যার এবং অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

শামীমা খাতুন

ক্যাডেট তানহা তাহমিন পূর্ণতা
ক্যাডেট নং - [illegible]
হাউস - অপরাজিতা
ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম," সর্বপ্রথম আমার এই কৃতিত্বে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে হাজারও শুকরিয়া আদায় করছি যাঁর অশেষ রহমতায় আমি 2020 সালে ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নের যোগ্যতা অর্জন করেছি।

জীবনসংগ্রামে সফলতা আছে, ব্যর্থতাও আছে, সফলতা একদিনেই ধরা দেবে না। এজন্য চাই নিরলস সাধনা ও পরিশ্রম, জীবনে বড় কিছু করতে হলে প্রথমে স্বপ্ন দেখতে হয়। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার হাত ধরে ক্যাডেট কলেজে পড়ার স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্নপথে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যখন সেই স্বপ্ন পূরণের আশা ম্লান হয়ে আসছিল তখন আমার বাবা-মা আমাকে রংপুর ক্যাডেট কোচিংয়ে ভর্তি করালেন। ঐ সময় নাহিদ স্যারের সেই অনুপ্রেরণামূলক বাণী আমাকে আশাবাদী করে তুলল, মনে সাহস ফিরে পেলাম। এরপর দিনরাত পরিশ্রম, সকলের ভালোবাসা, দোয়া ও পূর্ণ সমর্থনে শেষ পর্যন্ত আমার স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছি। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা-মাকে, তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত, ভালোবাসা ও দোয়ায় আমি সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টারকে, রংপুর ক্যাডেট কোচিংয়ের সকল স্যার-ম্যাডাম ও সদস্যদের দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম, ভালোবাসা, যত্ন, আন্তরিকতা এবং নাহিদ স্যারের আমাদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও আস্থা আমাকে প্রতিমুহূর্তে সাহস যুগিয়েছে স্বপ্ন পূরণে, তাদের সকলের অবদান অবর্ণনীয়। পরিশেষে সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একটি কথা বলতে চাই,

"Never give up. Today is Hard, Tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be SUNSHINE."

তানহা তাহমিন পূর্ণতা।

আমার বড় কন্যা তানহা তাহমিন পূর্ণতা 2020 সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হয়ে ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন ছিল ক্যাডেট হবে। সেই লক্ষ্যে তাকে রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দেই। কোচিং এর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং আমার মেয়ের নিরলস চেষ্টায় তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টার অন্যান্য কোচিং সেন্টার গুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা ব্যবসায়িক দিকের চেয়ে বাচ্চাদের স্বার্থ বেশি দেখে। তারা কোচিং সেন্টারেই নির্ধারিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় ধরে পড়ায় এবং বাচ্চাদের থেকে পড়া আদায় করে নেয়। সর্বোপরি আমি কোচিং সেন্টারের পরিচালক নাহিদ এবং অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। তাদের প্রত্যেকের আন্তরিকতায় আমি ও আমার পরিবারের সবাই মুগ্ধ। আমি রংপুর ক্যাডেট কোচিং সেন্টারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

[signature]

Ex Cadet M.G.C.C
ডাঃ নিলুফার আক্তার
জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী)
(এফ সি পি এস, গাইনী)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কাউনিয়া
রংপুর।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

নাম: মোছা: মমতা পারভীন

আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে ২০২৪ সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। একজন শিক্ষার্থী তখনই নিজের ক্যারিয়ার সুগঠিত করতে পারবে যখন সে তার শিক্ষার ভিত্তিটি সুদৃঢ় করতে পারবে এবং ক্যাডেট কলেজ একজন শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তা অনেক সহজ করে দেয়।

Michelle Obama said, "Your success will be determined by your own confidence and fortitude."

লিখিত পরীক্ষায় হাজার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে আমার প্রশিক্ষক হিসেবে সাহায্য করেছিল "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর প্রতিটি কর্মচারী, শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম, বিশেষ করে নাহিদ স্যারের ভালোবাসা, প্রেরণা এবং মা-বাবার দোয়া।

সারাজীবন দোয়া থাকবে R.C.C. পরিবারের প্রতি এবং শ্রদ্ধা থাকবে এখানকার কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক এবং নাহিদ স্যারের প্রতি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

শুরুতেই আমি মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি আমাকে ২০২১ সালের ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত পর্যায়ে উত্তীর্ণ করার জন্য।

"Believe in yourself. Have faith in your abilities"

সফলতা তোমাকে ধরা দেবেই, যদি তুমি ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে কঠোর পরিশ্রম করে যাও। আমার এই সাফল্যের পেছনে আমার পরিশ্রম এবং আমার মা-বাবার দোয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর সকল শিক্ষক ও সদস্য। তাদের সহযোগিতা ও দোয়াই আমাকে এতবড় পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। তাই মহান আল্লাহর এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখা প্রতিটি মানুষের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

[ধন্যবাদ]

মো: সাদিক আহমাদ

Cadet Arif

Cadet no: 2861

Rajshahi cadet college

It's a great honour and privilege to have a dedicated teacher like Nahid sir. His vision and way of teaching is remarkable. He is treasure to students, parents and the community. I loved how he always relate the lessons to real life examples. He gave me the strength I needed to take the next steps toward my dream of. He is my inspiration and motivation.

Thank you so much for being very passionate about teaching us. Hats off to you, sir.

নুরুন নাহার

"মা"

ক্যাডেট আরিফ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ।

২০১৮ সালে আপনার কাছে আমার ছেলেকে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র ক্যাডেট হওয়ার জন্য নয় বরং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ার। আমি ভুল করিনি। আপনার দিকনির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার ছেলে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। যতবার 'নাহিদ স্যার' কথাটি মনে আসে- বুক ভরে দোয়া আসে। যতদিন বেঁচে আছি আপনার জন্য দোয়া ও শুভকামনা থাকবে।

ক্যাডেট আরিফের মা হিসেবে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ক্যাডেট জেবা

ক্যাডেট নং-২৩২৮

জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

আস-সালামু আলাইকুম, আমি ক্যাডেট জেবা, ক্যাডেট নং-২৩২৮, জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

সবার প্রথমেই আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহান আল্লাহর নিকট হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি ২০২২ সালে ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য।

জীবনসংগ্রামে সফলতা যেমন আছে তেমন ব্যর্থতাও রয়েছে। জীবনে ব্যর্থ না হলে কখনো সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ছোটবেলা থেকেই আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমাকে ক্যাডেট কলেজে পড়ানোর। আমার বাবার সাথে সাথে আমারও ক্যাডেট কলেজে পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, আমি আমার বাবা-মায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তারা আমাকে সঠিক সময়ে রংপুর ক্যাডেট কোচিং এ ভর্তি করিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণের পথ আরো বেশি সহজ করেছেন। সর্বশেষে, রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর পরিচালক মো: নাহিদ হাসান, সকল শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রম আমাকে প্রতি মুহূর্তে সাহস যুগিয়েছেন। ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় সফলতা অর্জনে রংপুর ক্যাডেট কোচিং একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। নাহিদ স্যারের বাণী ও ভালোবাসা আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা যুগিয়েছে। এক কথায়, রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর সকলের নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত পরিশ্রম ও আমার চেষ্টার ফলেই আমি আজ সফলতা অর্জন করেছি। তাদের সকলের অবদান অনস্বীকার্য। পরিশেষে সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে একটি কথাই বলতে চাই,

To get successful in your life, most importantly, you need to set your objectives which will help you in making progress.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

আমার বড় কন্যা নূর আফরোজ জেবা ২০২২ সালে ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে। আমাদের স্বপ্ন ছিল ক্যাডেট হবে। সেই লক্ষ্যে তাকে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ ভর্তি করে দেই। কোচিং এর পরিচালক মো: নাহিদ হাসান ও সকল শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এবং আমার মেয়ের নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টায় তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রংপুর ক্যাডেট কোচিং অন্য সকল ক্যাডেট কোচিং এর তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত আধুনিক। রংপুর ক্যাডেট কোচিং এ রয়েছে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পরিশেষে আমি রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। তাদের প্রত্যেকের আন্তরিকতায় আমি ও আমার পরিবারের সবাই মুগ্ধ।

26.09.22

আফিয়া সুলতানা

PA, BRAC (Microfinance)

"Bismillahir Rahmanir Rahim." First of all, I'm very much thankful & grateful to Almighty Allah for taking me to such a great level. By his eternal mercy, I have passed the written test of cadet College Admission test-2024.

"The Secret of Success is to do the common thing Uncommonly well"

Everyman's dream is to be successful but achieving success is in your hands. We just have to work hard and keep faith in Almighty allah. Then we don't have to run after success but success will run after us. I achieved this success due to not only my hand work & my parent's blessings but I've got RCC by my side in every moment of my Journey. I am able to reach the golden peak of my success with the help of Rangpur Cadet coaching. At last I'd like to thank everyone involved in my success & say that,

"No Matter where you're from,
your dreams are always valid"

–Maisha Mozid Khan

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

সাদিয়া আফরিন (অর্থী)

শুরুতেই আমি শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর নিকট আমাকে সফলতার অন্তরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য. আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমি ২০২৪ সালের ক্যাডেট লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি.

Always be your self, express yourself
and have faith in yourself

জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে কিন্তু কখনো হাল ছেড়ে দেবে না. আমার জীবনেও স্বপ্ন পূরণের পথে অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছে এবং সকল বিপদে পাশে পেয়েছি "রংপুর ক্যাডেট কোচিং "এর সকল সদস্যবৃন্দ ও আমার মা-বাবাকে. তারা কখনো আমাকে নিঃসঙ্গ করেনি. রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এ আমি পড়ালেখার পাশাপাশি অনেক কিছু শিখেছি. আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর সকল সদস্য ও নাহিদ স্যারের কাছে।

অবশেষে, নিরন্তর ভালোবাসা ও শুভকামনা রইলো রংপুর ক্যাডেট এর জন্য মসৃন হোক পথচলা "রংপুর ক্যাডেট কোচিং" এর।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

'তুমি মেহনত করো, আমি রহমত করবো' আল্লাহর এই বাণীর উপর বিশ্বাস রেখে; তাঁর অশেষ রহমতে আমি (ক্যাডেট কলেজ লিখিত পরীক্ষা -২০২৪ এ উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার এই সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া আদায় করি।

"Nothing is impossible, the word itself says, 'I'm possible'" এ পৃথিবীতে অসম্ভব বলতে কিছু হয় না। ক্যাডেট কলেজ এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কথাটি যেনো আবারো আমার কাছে প্রমাণ হয়ে যায়! জানি, আমার মতে ক্যাডেট কোচিং করা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর কাছে 'ক্যাডেট কলেজ' একটি স্বপ্নের নাম। "পরিশ্রম আর ধৈর্য ছাড়া কোনো বিষয়েই সফলতা অর্জন করা যায় না। তোমাকে লেগে থাকতে হবে।" রংপুর ক্যাডেট এ ভর্তি হওয়ার পর সেখানকার বাতাসেও যেনো এ কথাটি শুনতে পেতাম। আর বারবার নতুন করে স্বপ্নের বীজ বুনতাম! আমার স্বপ্নটিকে ছুঁয়ে দেখার জন্য রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর পুরো পরিবার যেভাবে আমার পাশে থেকেছে, তা সত্যিই অকল্পনীয়। নাহিদ স্যারের অনুপ্রেরণামূলক বাণী গুলো আজও যেনো আমার কানে বাজে। এবং আমার সকল শ্রদ্ধেয় স্যার ও ম্যাম যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন, যেভাবে ভালোবেসে গেছেন, তা পেয়ে আমি আসলেই কৃতজ্ঞ। আমার মা বাবা কেও ধন্যবাদ না জানালেই নয়, কারণ তাঁরা আমার জন্য R.C.C-কে choose করেছিলেন। আমার এই সফলতার পেছনে রংপুর ক্যাডেট কোচিং এর ভূমিকা অনেক বেশি। আমাদের এভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য ও স্বপ্নটাকে এতো কাছ থেকে দেখানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ!! "Success will definitely come, if you work hard."

[Ex RCCian] মাইশাতুজ জুবাইদা নিতু

মো: তামীম হাসান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। পরম করুনাময় আল্লাহর নামে যিনি আমাকে ক্যাডেট কলেজ লিখিত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন। আমার এ পুরো সফলতার পেছনে যিনি রয়েছেন শ্রদ্ধেয় নাহিদ হাসান স্যার এবং রংপুর ক্যাডেট কোচিং-কে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় নাহিদ হাসান স্যার আমাকে আমাদেরকে যেভাবে পড়িয়ে ক্যাডেট কলেজ লিখিত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছেন তা একদম অতুলনীয়। আমার সুদূর এ পথচলায় এর মূল্যবান অবদান। নাহিদ হাসান স্যার এবং রংপুর ক্যাডেট কোচিং। সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ক্যাডেট কলেজ লিখিত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি অনেক খুশি এবং কৃতজ্ঞ। রংপুর ক্যাডেট কোচিংকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন আমার মন থেকে। আমাকে ও সাফল্যের পিছনে রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর শিক্ষকবৃন্দের অবস্থান অতুলনীয়। আমার সাথে আরও যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকেও আমি আমার মন থেকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা অনেক বন্ধুর পথ রংপুর ক্যাডেট কোচিং-এর সাথে পেরিয়ে এখানে এসেছি। এটা সত্যিই আমার আমাদের জন্য অনেক গৌরবের বিষয়। যা কখনই ভুলে যাবার নয়।

RCC শিক্ষা পরিবার থেকে যারা

খাকি পোশাকের স্বপ্ন পূরণ করেছে, তাদের একাংশ...

পরিশেষে

আমাদের যা কিছু সৃষ্টি তার পুরোটাই শিক্ষার্থীদের জন্য। কেননা, শিক্ষার্থীরাই আমাদের প্রেরণা, আমাদের পথ চলার পথেয়। শিক্ষার্থীরাই হোক আমাদের আগামী জীবনের সারথী। হে নবীন শিক্ষার্থী, তোমাদের আগমন ধ্বনিতে মুখরিত হোক 'রংপুর ক্যাডেট কোচিং' সমরাঙ্গন।

খাকি পোশাকের স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়ে নিরন্তর পথচলা...

প্রধান কার্যালয়:

(R.C.C. Campus)
সার্কিট হাউস-এর সামনে
ক্যান্টনমেন্ট রোড, রংপুর।
বাড়ি# ২৬, রোড# ০১
০৯৬১৩ ৬৬ ২ ০০০

কর্পোরেট অফিস:

ধাপ, ক্যান্টনমেন্ট রোড,
ভরশা কমপ্লেক্স,
রংপুর।

০১৭৫৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮

এক্সটেনশন অফিস:

আইডিয়াল মোর,
আর.কে. রোড,
রংপুর।

০৯৬১৩ ৬৬২ ০০০

শাখাসমূহের ঠিকানা ও যোগাযোগ

ঢাকা শাখা	নোয়াখালী শাখা	দিনাজপুর শাখা	সৈয়দপুর শাখা
৯৯ মতিঝিল রোড, ঢাকা-১০০০ মোবাইল: ০১৭১৭ ১৮ ৬৭ ১৮	সার্কিট হাউস রোড, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। মোবাইল:০১৭১৭ ৮৯ ৮৯ ৪৯	বট গাছ মোড়-এর পশ্চিমে, ঘাসিপাড়া, দিনাজপুর। মোবাইল: ০১৮৯৪ ৪৩ ০০ ৪৩	ডা. মোঃ সিরাজুল ইসলামের বাড়ির পাশেই, পুরাতন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৬২২ ৯৮৮ ৫০০